কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 SEP 2016 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঘুষ দাবির সত্যতা মিলেছে

ইউজিসির দুই কর্মকর্তা চাকরি হারালেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুষ দাবির অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। ওই দুজন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি থেকে ১০ লাখ টাকা করে ঘুষ দাবি করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাকরি হারানো দুই কর্মকর্তা হলেন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নাছিমা রহমান এবং একই বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক আতোয়ার রহমান।

ইউজিসি সূত্র জানায়, পরিদর্শনের নামে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্প থেকে ১০ লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন ওই দুই কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েকুজ্জামান বিষয়টি নিয়ে ইউজিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও তাঁদের কাছে ঘুষ দাবির বিষয়টি কমিশনকে মৌখিকভাবে জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়। পরে তদন্তে নেমে ঘুষ দাবির অভিযোগের সত্যতা পায় কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটিও। অবশেষে কমিশন তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। গত ৩১ আগস্ট ওই দুই কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সাত কার্যদিবস পর তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসরের চূড়ান্ত চিঠি দেওয়া হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল মঙ্গলবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তদন্ত কমিটি তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অভিযুক্তদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাতে প্রমাণ মিলেছে যে ওই দুই কর্মকর্তা ঘুষের নামেই ওই অর্থ দাবি করেছিলেন। সরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী এ জন্য তাঁরা গুরুদণ্ড পাবেন। তাঁদের আমরা বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অপকর্ম করে কেউ পার পাবে না।'